

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯১৪

১/ বিবিধ

আরবী

لا يزال الرجل يذهب بنفسه، (وفي رواية: يتكبر) ، ويذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين، فيصبه ما أصابهم ضعيف

رواه الترمذي (1 / 360) وابن لال في " حديثه " (2 / 123) والطبراني في " المعجم الكبير " (7 / 23 / 6254) والرواية الثانية له، وابن الجوزي في " جامع المسانيد " (ق 8 / 1 - 2) عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه مرفوعا. وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ". وأقره العراقي في " تخريج الإحياء " (3 / 337) ! كذا قالوا: وعمر بن راشد - وهو اليمامي - ضعيف كما جزم به الحافظ في " التقريب " وقال الذهبي في " الضعفاء ": " ضعفه ". وقال في " الكاشف ": " لينه جماعة "

বাংলা

১৯১৪। ব্যক্তি নিজেকে উপরে ভাবে অহংকার করে (অন্য বর্ণনায় এসেছে অহংকার করতে থাকে) এবং সে নিজেকে উপরে ভাবে এমনকি তাকে অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত লেখা হয়। ফলে তাকে তাই (সে শাস্তিই) পৌঁছে যা তাদেরকে (লোকদেরকে) পৌঁছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম তিরমিযী (১/৩৬০), ইবনু লাল তার “হাদীস” গ্রন্থে (২/১২৩), ত্ববারানী “আলমুজামুল কাবীর” গ্রন্থে (৭/২৩/৬২৫৪) (দ্বিতীয় বর্ণনাটি তারই) ও ইবনুল জাওয়ী “জামেউল মাসানীদ” গ্রন্থে (কাফ ৮/১-২) উমর ইবনু রাশেদ হতে, তিনি ইয়াস ইবনু সালামাহ ইবনুল আকঅ’ হতে, তিনি তার পিতা হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা

করেছেন।

তিরমিযী বলেনঃ হাদীসটি হাসান গারীব। হাফিয ইরাকী “তাখরাজুল ইয়াহইয়া” গ্রন্থে (৩/৩৩৭) তা স্বীকার করেছেন।

তারা উভয়েই এ কথাই বলেছেন। অথচ উমার ইবনু রাশেদ হচ্ছেন ইয়ামামী, আর তিনি দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন।

আর হাফিয যাহাবী “আযযুয়াফা” গ্রন্থে বলেছেনঃ তারা (মুহাদ্দিসগণ) তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আর তিনি তাকে “আলকাশেফ” গ্রন্থে বলেছেনঃ তাকে একদল দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72797>

🔗 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন